নতুন বাংলা ব্যাকরণ সমগ্র ও ভাষাতত্ত্ব

প্রথম খণ্ড

অসীম ভুঁইয়া

এম এ বাংলা (ডবল), এম এ শিক্ষাবিজ্ঞান, এম এ জার্নালিজম এন্ড মাসকমিউনিকেশন, সার্টিফিকেট অফ স্ক্রিন প্লে এন্ড স্ক্রিপ্ট রাইটিং, বি এড

সহশিক্ষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, উচ্চ-মাধ্যমিক স্কুল

প্রথম খণ্ড

সূচিপত্র

১. **বাংলা ব্যাকরণের প্রাথমিক ধারণা :** ব্যাকরণের সংজ্ঞা ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা [১৯-২০]

২. **ধ্বনিতত্ত্ব :** [২১-৯১]

ধ্বনির সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য, বর্ণের সংজ্ঞা, ধ্বনিমালা ও বর্ণমালা। বাগ্‌যন্ত্র ও তার বিভিন্ন অঙ্গ। ধ্বনিতত্ত্বের সংজ্ঞা ও আলোচ্য বিষয়। ধ্বনিবিজ্ঞান। ধ্বনিতত্ত্ব ও ধ্বনিবিজ্ঞানের বাস্তবসম্মত পার্থক্য।

◆ ধ্বনিবিশ্লেষণের **ক্ষেত্র:** বাগ্‌ধ্বনির শ্রেণিবিশ্লেষণ, বিভাজ্যধ্বনি, স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি। ধ্বনিমূল / মূলধ্বনি / স্বনিম / ধ্বনিতা (Phoneme)। বাংলা স্বনিম: স্বর ও ব্যঞ্জনস্বনিম, স্বনিমের শ্রেণিভাগ, সহধ্বনি। মূলধ্বনি ও সহধ্বনির তুলনামূলক আলোচনা। ধ্বনিমূল ও সহধ্বনি নির্ণয়ের পদ্ধতি: পরিপূরক অবস্থান, ন্যূনতম শব্দজোড়, মুক্ত-বৈচিত্র্য। স্বনিম বা ধ্বনিমূলের স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য, ধ্বনিমূলের অবস্থান, ধ্বনিমূলের অবস্থান রীতি।

◆ **ধ্বনির সমাবেশ ও শ্রেণিভাগ :** গুচ্ছধ্বনি, যুক্তধ্বনি, যুগ্মধ্বনি, এদের তুলনামূলক আলোচনা। বিভাজ্য ধ্বনির শ্রেণিভাগ : স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি, স্বরধ্বনির নয়টি শ্রেণি :

ক. গঠনগত শ্রেণি: যৌগিক স্বর, মৌলিক স্বর ও অর্ধস্বর।

খ. উচ্চারণের সময়-ভেদ অনুসারে : হ্রস্বস্বর, দীর্ঘস্বর ও প্লুতস্বর।

গ. উচ্চারণ-স্থান অনুযায়ী : কণ্ঠ্যস্বরধ্বনি, তালব্যস্বর, ওষ্ঠ্যস্বর, কণ্ঠ্যতালব্য-স্বর, কণ্ঠ্যৌষ্ঠ্য-স্বর ও কণ্ঠ্যদন্ত্যস্বর।

ঘ. জিভের সামনে পেছনে (অগ্র-পশ্চাৎ) যাতায়াত অনুসারে : সম্মুখ-স্বরধ্বনি, পশ্চাৎ-স্বরধ্বনি, মধ্যস্বরধ্বনি বা কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি।

ঙ. জিভের ওঠানামা অনুসারে : উচ্চস্বর, উচ্চমধ্যস্বর, নিম্নমধ্যস্বর ও নিম্ন-স্বরধ্বনি।

চ. ঠোঁটের আকৃতি অনুসারে : প্রসারিত স্বরধ্বনি ও কুঞ্চিত স্বরধ্বনি।

ছ. ঠোঁটের মুক্ত ও বন্ধ অনুসারে : বিবৃত-স্বরধ্বনি, অর্ধ-বিবৃত স্বরধ্বনি, সংবৃত-স্বরধ্বনি ও অর্ধসংবৃত স্বরধ্বনি।

জ. শ্বাসবায়ুর গতিপথ অনুসারে : মৌখিক স্বরধ্বনি ও অনুনাসিক স্বরধ্বনি।

ঝ. দৃশ্য ও অদৃশ্য অবস্থান অনুসারে : দৃশ্য-স্বরধ্বনি, অদৃশ্য বা নিহিত স্বরধ্বনি ও শ্রুতিস্বর।

◆ **বাংলা স্বরধ্বনির উচ্চারণ বৈচিত্র্য।**

◆ **ব্যঞ্জনধ্বনি :** ব্যঞ্জনধ্বনির সংজ্ঞা ও শ্রেণিভাগ :

ক. উচ্চারণ-স্থান অনুসারে : কণ্ঠ্যব্যঞ্জন, কণ্ঠনালীয় ব্যঞ্জন, ওষ্ঠ্যব্যঞ্জন, মূর্ধন্যব্যঞ্জন, তালব্যব্যঞ্জন, দন্ত্যব্যঞ্জন ও দন্তমূলীয় ব্যঞ্জনধ্বনি।

খ. উচ্চারণ-প্রকৃতি ও শ্বাসবায়ুর বৈচিত্র্য অনুসারে : স্পর্শব্যঞ্জন, ঘৃষ্টব্যঞ্জন, উষ্মব্যঞ্জন, নাসিক্য-ব্যঞ্জন, পার্শ্বিক-ব্যঞ্জন, কম্পিত-ব্যঞ্জন, তাড়িত-ব্যঞ্জন, শিসধ্বনি, অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ, অঘোষ

ও স্বঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনি। (স্মৃতিবন্ধ—অন্তঃস্থব্যঞ্জন, তরলস্বর, দ্বিব্যঞ্জনধ্বনি, অযোগবাহধ্বনি)।

- ব্যঞ্জনধ্বনির বিকল্প শ্রেণিভাগ: শ্বাসবায়ুর বৈচিত্র্য ও প্রকৃতি অনুযায়ী।
- আধুনিক বাংলায় ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ—বৈচিত্র্য। বাংলা যুক্তব্যঞ্জনের উচ্চারণ—বৈচিত্র্য।
- অবিভাজ্যধ্বনি : সংজ্ঞা, শ্রেণিভাগ ও বিশ্লেষণ মাত্রা / দৈর্ঘ্য, শ্বাসাঘাত/প্রস্বর, সুর-তরঙ্গ, যতি/অবকাশ।

৩. বর্ণ বিশ্লেষণ ও ধ্বনি বিশ্লেষণ, উদাহরণ ও বৈশিষ্ট্য [৯২-৯৫]

৪. বাংলা দল ও দল বিশ্লেষণ : [৯৬-১০৪]

সংজ্ঞা, উদাহরণ, দলের শ্রেণিভাগ, মুক্তদল ও রুদ্ধদল, দল ও অর্ধস্বর, দলের সংগঠন, আদি/শুরু, দলকেন্দ্র / মিত্রক, দলশীর্ষ, অন্ত / শেষ অক্ষর বা দল গঠনের বৈচিত্র্য।

৫. ধ্বনি পরিবর্তন [১০৫-১৫১]

ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ ও পরিবর্তনের বিভিন্ন রীতি। কারণ : বাহ্যিক, শারীরিক ও মানসিক। তাদের নানা উপশ্রেণি ও উদাহরণ।

- **ধ্বনি পরিবর্তনের শ্রেণি :** স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি পরিবর্তন, রীতি অনুযায়ী চারটি ধরন—ধ্বনির আগমন/ধ্বনি প্রবেশ, ধ্বনিলোপ, ধ্বনি বিপর্যয় ও ধ্বনির রূপান্তর।
- **স্বরধ্বনি বিষয়ক পরিবর্তন :** স্বরাগম/স্বরপ্রবেশ : আদি স্বরাগম, স্বরভক্তি/বিপ্রকর্ষ / মধ্যস্বরাগম। অন্তস্বরাগম। স্বরলোপ : আদি, মধ্য ও অন্তস্বরলোপ। স্বরসংগতি—প্রগত, পরাগত, মধ্য ও অন্যোন্য স্বরসংগতি। অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি প্রভৃতি।
- **ব্যঞ্জনধ্বনি বিষয়ক পরিবর্তন :** ব্যঞ্জনসংগতি / সমীভবন, ধ্বনি বিপর্যয়, ব্যঞ্জনলোপ, আদি, মধ্য ও অন্ত, 'হ' ও 'র' লোপ, সমাক্ষরলোপ, সমধ্বনি/সমব্যঞ্জনলোপ। ব্যঞ্জনাগম: আদি, মধ্য ও অন্ত। বিষমীভবন, নাসিক্যীভবন, স্বতোনাসিক্যীভবন, বিনাসিক্যীভবন, মূর্ধন্যীভবন, স্বতোমূর্ধন্যীভবন, বিমূর্ধন্যীভবন, তালব্যীভবন, স্বতোতালব্যীভবন, উষ্মীভবন, রকারীভবন, ক্ষীণায়ন /অল্পপ্রাণীভবন, পীনায়ন/মহাপ্রাণীভবন, স্বতোমহাপ্রাণীভবন, ঘোষীভবন, অঘোষীভবন, বিভাজন, ক্ষতিপূরণ-দীর্ঘীভবন প্রভৃতি।

৬. সন্ধি : সন্ধির সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ : স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জনধ্বনি ও বিসর্গসন্ধি। [১৫২-১৮৬]

- স্বরসন্ধি : সংস্কৃত নিয়মে বাংলা স্বরসন্ধি ও তার রীতি, নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি ভিন্ন ভাবনায় নিপাতনে স্বরসন্ধি মূলধারার সঙ্গে যুক্ত ও নতুন রীতি নির্মাণ।
- ব্যঞ্জনসন্ধি : সংস্কৃত নিয়মে বাংলা ব্যঞ্জনসন্ধি ও তার রীতি। নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি। ভিন্ন ভাবনায় নিপাতনে ব্যঞ্জনধ্বনি, মূলধারার সঙ্গে যুক্ত ও নতুন রীতি নির্মাণ।
- বিসর্গসন্ধি : সংস্কৃত নিয়মে বাংলা বিসর্গসন্ধি ও তার রীতি। নিপাতনে সিদ্ধ বিসর্গ সন্ধি। ভিন্ন ভাবনায় নিপাতনে বিসর্গসন্ধি। মূলধারার সঙ্গে যুক্ত ও নতুন রীতি নির্মাণ।
- **খাঁটি বাংলা সন্ধি :**

  শ্রেণিবিভাগ : স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধি।

  খাঁটি বাংলা সরসন্ধি ও তার নিয়ম।

  খাঁটি বাংলা ব্যঞ্জনসন্ধি ও তার নিয়ম।

  মৌখিক ও লিখিত ভাষায় অল্প কিছু বাংলা সন্ধির উদাহরণ।

৭. **রূপতত্ত্ব :** [১৮৭-১৯৬]

- রূপতত্ত্বের প্রাথমিক আলোচনা, রূপমূলের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য, রূপতত্ত্বের সংজ্ঞা
- রূপের ধারণা ও বিশ্লেষণ : রূপ ও দল, রূপ ও শব্দ (পদ), রূপ ও ধ্বনি (বর্ণ), রূপ ও প্রকৃতি - প্রত্যয়, রূপ ও উপসর্গ, রূপ ও বিভক্তি, রূপ ও অনুসর্গ, রূপ ও ভিত্তি, রূপ ও নির্দেশক
- রূপ—রূপমূল—সহরূপ। রূপমূলের শ্রেণিবিভাগ।
- শব্দ গঠনের প্রক্রিয়া। শূন্যরূপ, সম্প্রসারিত রূপমূল, সাধিত রূপমূল, সমধ্বনিজাত রূপমূল, নব্য-শব্দ প্রয়োগ, বর্গান্তর, ক্র্যানবেরি রূপমূল, খণ্ডিত রূপ, জোড়কলম প্রভৃতি।

৮. **শব্দ ও শব্দ-শ্রেণি :** [১৯৭-২১০]

- **শব্দের সংজ্ঞা। শ্রেণিভাগ :** গঠনগত শ্রেণি—মৌলিক শব্দ বা সিদ্ধ শব্দ ও সাধিত বা যৌগিক শব্দ। মৌলিক শব্দের শ্রেণিভাগ, সাধিত শব্দের শ্রেণিভাগ বা ধরন। শব্দের অর্থগত শ্রেণিভাগ : উৎস-অপরিবর্তিত শব্দ, উৎস-পরিবর্তিত শব্দ, উৎস-সংকুচিত শব্দ ও উৎস-প্রসারিত শব্দ, এদের সংজ্ঞা ও উদাহরণ।
- **ধ্বনি ও শব্দের অনুকরণ অনুযায়ী শ্রেণিভাগ :** ধ্বন্যাত্মক শব্দ, অনুকারাত্মক শব্দ, ধ্বন্যাত্মক শব্দের সংজ্ঞা, আলোচনা ও শ্রেণিভাগ। শ্রুতি নির্ভর, অনুভূতি নির্ভর বা ভাবনির্ভর ও অবস্থা নির্ভর ধ্বন্যাত্মক শব্দ,
- **অনুকারাত্মক শব্দের সংজ্ঞা, আলোচনা ও শ্রেণিভাগ,**
- **ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও অনুকারাত্মক শব্দের তুলনা।**

৯. **পদ ও পদের শ্রেণি :** [২১১-২৯০]

ক. পদের সংজ্ঞা ও সাধারণ বৈশিষ্ট্য, পদের শ্রেণিবিভাগ, নামপদ ও ক্রিয়াপদ। নামপদ : বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম ও প্রথাগত অব্যয় (সংযোজক, আবেশ শব্দ ও অনুসর্গ) : সংজ্ঞা ও উদাহরণ সহ বিস্তারিত আলোচনা।

খ. বিশেষণ হিসেবে সংখ্যা ও পূরণবাচক শব্দ নিয়ে কিছু কথা।

গ. ক্রিয়াপদ : সংজ্ঞা, শ্রেণিভাগ ও বিস্তারিত আলোচনা। সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া, অকর্মক, সকর্মক, দ্বিকর্মক ক্রিয়া সম্পর্কে অনুপুঙ্খ আলোচনা। মৌলিক বা একদল ক্রিয়া, সাধিত বা বহুদল ক্রিয়া, প্রযোজক ক্রিয়া, নামধাতুজ ক্রিয়া, ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া, সংযোগমূলক বা বহুপদ ক্রিয়া। যৌগিক ক্রিয়া, যুক্ত ক্রিয়া; যৌগিক ক্রিয়ার ধরন, নতুন শ্রেণিভাগ, যৌগিক ক্রিয়া বিষয়ে সচেতনতা। কাল ও প্রকার অনুযায়ী যৌগিক ক্রিয়া। যুক্ত ক্রিয়ার শ্রেণিভাগ। সরল বা স্বাভাবিক যুক্ত ক্রিয়া ও বিশিষ্টার্থক বা বিশেষ অর্থবাচক যুক্ত ক্রিয়া। সাধারণ যুক্ত ক্রিয়া, প্রযোজক যুক্ত ক্রিয়া। যুক্ত ক্রিয়া ও যৌগিক ক্রিয়ার পার্থক্য। পঙ্গু বা অসম্পূর্ণ ক্রিয়া প্রভৃতি।

১০. **ক্রিয়ার কাল :** [২৯১-৩১৩]

বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎকাল ও তার প্রকার নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা, ক্রিয়ার বিভক্তি, প্রকার বিভক্তি, কাল বিভক্তি ও পক্ষ বা পুরুষ বিভক্তি। গঠন ও অর্থ অনুসারে কালের শ্রেণিভাগ: মৌলিক কাল ও যৌগিক কাল। মৌলিক কালের শ্রেণিভাগ, যৌগিক কালের শ্রেণিভাগ।

১১. ক্রিয়ার ভাব ও তার শ্রেণিভাগ : নির্দেশক ভাব ও অনুজ্ঞা ভাব প্রভৃতি। [৩১৪-৩১৮]

১২. শব্দদ্বৈত : শব্দদ্বৈত ও তার শ্রেণিভাগ। ধ্বন্যাত্মক ও অনুকার শব্দের শব্দদ্বৈত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা। [৩১৯-৩২৩]

১৩. পদ ও পদ পরিবর্তন : সংজ্ঞা ও উদাহরণ, বিশেষ বার্তা। [৩২৪-৩৩১]

১৪. ধাতু : ধাতুর সংজ্ঞা ও শ্রেণিভাগ : [৩৩২-৩৪৩]

একদল বা মৌলিক ধাতু, বহুদল বা সাধিত ধাতু, বহুপদ বা সংযোগমূলক ধাতু। বহুদল ধাতুর শ্রেণিভাগ : প্রযোজক ধাতু, নামধাতু, ধ্বন্যাত্মক ধাতু। বহুপদ বা সংযোগমূলক ধাতুর শ্রেণিভাগ : যৌগিক ধাতু, যুক্ত ধাতু। যৌগিক ধাতুর শ্রেণি : সাধারণ যৌগিক ধাতু ও প্রযোজক যৌগিক ধাতু। যুক্ত ধাতুর শ্রেণিবিভাগ— সাধারণ যুক্ত ধাতু ও প্রযোজক যুক্ত ধাতু প্রভৃতি।

১৫. উপসর্গ : [৩৪৪-৩৫৪]

সংজ্ঞা ও ধরন, উপসর্গের বৈশিষ্ট্য, উপসর্গের শ্রেণিভাগ, সংস্কৃত উপসর্গ, বাংলা উপসর্গ, বিদেশি উপসর্গ। প্রতিটি উপসর্গের উদাহরণ ও প্রয়োগ-বৈচিত্র্য। প্রথাগত উপসর্গ - স্থানীয় অব্যয়: আমাদের মতে সন্ধিবদ্ধ শব্দের অংশ।

১৬.প্রত্যয় : [৩৫৫-৩৮৯]

প্রত্যয়ের সংজ্ঞা ও গঠনগত শ্রেণিভাগ : কৃৎপ্রত্যয়, তদ্ধিত প্রত্যয়, ধাত্ববয়ব প্রত্যয় গঠনগত শ্রেণির আলোচনা : কৃৎ প্রত্যয়ের সংজ্ঞা ও উদাহরণ, তদ্ধিত প্রত্যয়ের সংজ্ঞা ও উদাহরণ, ধাত্ববয়ব প্রত্যয়ের সংজ্ঞা ও উদাহরণ। প্রকৃতি : ধাতু প্রকৃতি, নাম বা শব্দ প্রকৃতি। উপধা, গুণ, বৃদ্ধি, সম্প্রসারণ, অপশ্রুতি প্রভৃতি। প্রত্যয়ের শ্রেণিভিত্তিক আলোচনা : সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয়, বাংলা কৃৎ প্রত্যয়, সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়, স্বার্থিক প্রত্যয়, বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়, বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয় প্রভৃতি।

১৭. কারক, বিভক্তি, নির্দেশক ও কারকের অনুসর্গ সম্পর্কে আলোচনা : [৩৯০-৪৩৩]

কারকের সংজ্ঞা, কারকের বিভক্তি, বিভক্তির শ্রেণিভাগ : শব্দবিভক্তি, ধাতু বা ক্রিয়া বিভক্তি। অনুসর্গ, নির্দেশক, নির্দেশকের ধরন। বিভক্তি, নির্দেশক ও অনুসর্গের তুলনামূলক আলোচনা। প্রথাগত কারকের শ্রেণিভাগ : কর্তৃকারক, কর্মকারক, করণ কারক, নিমিত্ত কারক, অপাদান কারক, অধিকরণ কারক ও তার শ্রেণি। অকারক সম্পর্ক, সম্বন্ধপদ, সম্বোধন পদ, সম্বন্ধ-বিভক্তিহীন অকারক-নামপদ (অকারকে বিভক্তি), সম্বন্ধ পদ ও তার ধরন। সম্বোধন পদ, নানা ধরনের সম্বোধন পদ, সম্বন্ধ পদ ও সম্বোধন পদের তুলনামূলক আলোচনা প্রভৃতি।

- বাংলা কারকের বিকল্প বিন্যাস তথা বিকল্প ধারণা : বিভক্তি-অনুসর্গ শব্দবিন্যাস অনুযায়ী কারকের শ্রেণিবিন্যাস, বাংলায় একই কারকে বিভিন্ন বিভক্তির প্রয়োগ, তির্যক বিভক্তি।
- বাংলা কারকের নতুন শ্রেণিনির্ণয় : প্রথাগত বাংলা কারকের সমস্যা, কর্তৃকারক থেকে অধিকারণ কারকের সমস্যা আলোচনা।
- আমাদের ধারণায় বাংলা কারকের নতুন শ্রেণি-উপশ্রেণি ও নতুন নাম প্রস্তাব।

ক. কর্তৃ বা কর্তাকারক (প্রথাগত কর্তৃকারক + করণকারক। করণের নতুন নাম সহায়ক বা সাহায্যকারী কর্তা)

খ. কর্মকারক (প্রথাগত কর্মকারক + নিমিত্ত বা উদ্দেশ্যকারক)

গ. উৎস-বিচ্যুত বা বিচ্ছিন্ন কারক (প্রথাগত অপাদান কারক)

ঘ. আশ্রিত কারক (প্রথাগত অধিকরণ কারক)

অর্থাৎ মোট চারটি বাংলা কারক। নতুন শ্রেণি-ছক।

১৮. বাংলা সমাস : [৪৩৪-৪৮৭]

◆ সংজ্ঞা, ব্যাসবাক্য /সমাসবাক্য, সমস্ত বা সমাসবদ্ধ শব্দ, সমস্যমান শব্দ, প্রথম শব্দ (পূর্বপদ), মাঝের শব্দ (মধ্যপদ) ও শেষ শব্দ (পরপদ)।

◆ **সমাসের শ্রেণিভাগ :** দ্বন্দ্ব সমাস (যুক্ত সমাস), দ্বন্দ্ব সমাসের ধরন। তৎপুরুষ বা শব্দলোপী সমাস ও তার শ্রেণি। কর্মধারয় বা বর্ণন সমাস ও তার শ্রেণি। বহুব্রীহি বা ভিন্নার্থক সমাস ও তার শ্রেণি। দ্বিগু বা সমন্বয়-সমাস ও তার শ্রেণি। অব্যয়ীভাব ও উপসর্গ সমাস। নিত্য সমাস ও তার শ্রেণি। বাক্যাশ্রয়ী সমাস। অলোপ সমাস ও তার শ্রেণি।

◆ আমাদের মতে বাংলা সমাসের নতুন শ্রেণিভাগ ও নতুন নাম প্রস্তাব—

ক. যুক্ত সমাস (প্রথাগত দ্বন্দ্ব), খ. বিভক্তি ও শব্দলোপী সমাস (প্রথাগত তৎপুরুষ), গ. বর্ণন বা বর্ণনামূলক সমাস (প্রথাগত কর্মধারয়), ঘ. ভিন্নার্থক সমাস (প্রথাগত বহুব্রীহি), ঙ. সমাহার বা সমন্বয়সূচক সমাস (প্রথাগত দ্বিগু), চ. সঙ্গে-সূচক সমাস (প্রথাগত সহার্থক বহুব্রীহি), ছ. কর্মবিনিময়-সূচক সমাস (প্রথাগত ব্যতিহার বহুব্রীহি), জ. নিত্য সমাস। অর্থাৎ মোট ৮ প্রকার বাংলা সমাস।

◆ 'উপসর্গ-সমাস'টি আমাদের বিচারে সমাস নয়, উপসর্গযোগে শব্দগঠন মাত্র।

◆ সমাসের নতুন ধারণায় অর্থপ্রাধান্য অনুসারে শ্রেণি নির্ণয়।

◆ সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য।

১৯. বাক্যতত্ত্ব : [৪৮৮-৫৪৩]

প্রাথমিক আলোচনা, অব্যবহিত উপাদান বিশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের নীতি ও সীমাবদ্ধতা। বাক্য নির্মাণের শর্ত : আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি, যোগ্যতা।

◆ উপাদানগত শ্রেণিভাগ : উদ্দেশ্য ও বিধেয়।

◆ আধুনিক দৃষ্টিতে বাক্যের উপাদানগত শ্রেণিভাগ : বিশেষ্যখণ্ড, ক্রিয়াখণ্ড, ক্রিয়া বিশেষণ খণ্ড, ক্রিয়াদল প্রভৃতি। তাদের উপশ্রেণি।

◆ বাক্যের শ্রেণিভাগ : গঠনগত : সরলবাক্য, যৌগিক বাক্য, জটিলবাক্য, মিশ্রবাক্য। গঠনগতভাবে বাক্য পরিবর্তন ও তার রীতি।

◆ বাক্যের ভঙ্গি ও অর্থ-অনুযায়ী প্রথাগত শ্রেণি : নির্দেশকবাক্য, প্রশ্নবাক্য, অনুজ্ঞাবাক্য, প্রার্থনাবাক্য, সন্দেহবাক্য, আবেগবাক্য ও শর্তসাপেক্ষ বাক্য।

◆ ভঙ্গি ও অর্থগত আধুনিক বিকল্প শ্রেণিভাগ : i. নির্দেশবাক্য, ii. প্রশ্নবাক্য, iii. অনুজ্ঞাবাক্য, iv. প্রার্থনা বা ইচ্ছাবাক্য, v. ইচ্ছা বা প্রার্থনা-অনুজ্ঞাবাক্য, vi. সন্দেহবাক্য, vii. প্রশ্ন-সন্দেহবাক্য, viii. আবেগ-বাক্য : এর পাঁচটি উপশ্রেণি : ক. প্রশ্নযুক্ত আবেগবাক্য, খ. অনুজ্ঞাযুক্ত আবেগবাক্য, গ. নির্দেশযুক্ত আবেগবাক্য, ঘ. ইচ্ছাযুক্ত আবেগবাক্য, ঙ. সন্দেহযুক্ত আবেগবাক্য, ix. শর্তবাক্য।

❑ শর্তবাক্যের পাঁচটি উপশ্রেণি : ক. নির্দেশযুক্ত শর্তবাক্য, খ. অনুজ্ঞাযুক্ত শর্তবাক্য, গ. প্রশ্নযুক্ত শর্তবাক্য, ঘ. আবেগ যুক্ত শর্তবাক্য ঙ. সন্দেহযুক্ত শর্তবাক্য।

ভঙ্গি ও অর্থ অনুসারে বাক্য পরিবর্তন ও তার রীতি।

২০. বাচ্য : [৫৪৪-৫৬৩]

- সংজ্ঞা ও প্রথাগত ব্যাকরণে বাচ্যের শ্রেণিভাগ : কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য, ভাববাচ্য ও কর্মকর্তৃবাচ্য,
- বাচ্যের প্রথাগত শ্রেণির সমস্যা ও যুক্তি নির্ভর বিকল্প শ্রেণিভাগ : কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্য। কর্মকর্তৃবাচ্য ও কর্তৃবাচ্য।
- আধুনিক বাচ্যে দুটি শ্রেণি : কর্তৃবাচ্য ও ভাববাচ্য। এদের নানা উপশ্রেণির বিস্তারিত আলোচনা ও উদাহরণ।
- বাচ্য পরিবর্তন ও তার রীতি।

২১. উক্তি ও উক্তি পরিবর্তন : [৫৬৪-৫৭০]

- সংজ্ঞা ও পরিবর্তনের রীতি। নানা ধরনের বাক্যের উক্তি পরিবর্তন।

২২. বাংলা শব্দভান্ডার: [৫৭০-৬০০]

- আধুনিক শ্রেণিভাগ ও বিস্তৃত আলোচনা।

দ্বিতীয় খণ্ড

সূচিপত্র

১. **ভাষাতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান ও তার বিভিন্ন শাখা :**

◆ **ভাষাবিজ্ঞানের ধারা :** তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান, ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান, বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান।

◆ **ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক**

◆ **প্রধান ভাষাবিজ্ঞান :** ধ্বনিবিজ্ঞান, ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব ও শব্দার্থতত্ত্ব বা বাগর্থতত্ত্ব।

◆ **ফলিত ভাষাবিজ্ঞান :** সমাজ-ভাষাবিজ্ঞান, মনোভাষা-বিজ্ঞান, স্নায়ুভাষা-বিজ্ঞান, নৃভাষা-বিজ্ঞান ও শৈলী-বিজ্ঞান।

◆ **অভিধান-বিজ্ঞান :** অভিধানের ইতিহাস পরিক্রমা, অভিধানের নানা শ্রেণি।

২. **বিশ্বের ভাষা পরিবার :** প্রাথমিক আলোচনা, ভাষার বর্গ নির্ণয়ের ছয় প্রকার রীতি :

ক. ভাষার রূপতাত্ত্বিক বা আকৃতি অনুযায়ী শ্রেণিভাগ,

খ. গোত্র বা বংশ অনুযায়ী শ্রেণিভাগ

গ. মহাদেশ অনুযায়ী শ্রেণিভাগ
ঘ. দেশভিত্তিক শ্রেণিভাগ
ঙ. ধর্মীয় শ্রেণিভাগ
চ. কালগত শ্রেণিভাগ

} চারটি বর্জিত

ক. রূপতাত্ত্বিক বা আকৃতিগত শ্রেণিভাগ : অসমবায়ী, সমবায়ী ও তাদের উপবিভাগ,

খ. গোত্র বা বংশানুযায়ী শ্রেণিভাগ : ইন্দো-ইউরোপীয় বা ইন্দো-জার্মানিক ভাষাগোষ্ঠী, সেমীয়-হামীয় বান্টু, ফিনো-উগ্রীয় বা উরালীয়, তুর্ক-মোঙ্গল-মাঞ্চু বা আলতাইক, ককেশীয়, দ্রাবিড়, অস্ট্রিক, ভোটচিনীয় বা চিনা-তিব্বতীয়, উত্তরপূর্ব-সীমান্তীয় বা প্রাচীন এশীয় বা হাইপারবোরীয়, এস্‌কিমো, আমেরিকার আদিম ভাষাসমূহ বা আমেরিন্দ, এছাড়াও আরো ১১টি গৌণ ভাষাগোষ্ঠী।

◆ ইন্দো-ইউরোপীয় বা ইন্দো-জার্মানিক ভাষাগোষ্ঠী : ইন্দো-ইরানীয়, বাল্তোস্লাভিক, আল্‌বানীয়, আর্মেনীয়, গ্রিক, ইতালিক, জার্মানিক বা টিউটোনিক, কেলতিক, তোখারীয়, হিত্তীয়, আলাতোলীয়।

◆ কেন্তুম্ গুচ্ছ ও সতম্ গুচ্ছ।

◆ ইন্দো-হিত্তি ভাষা পরিবার,

◆ প্রোটো বা প্রত্ন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা,

◆ ভাষার বিবর্তন বিশ্লেষণের চারটি পদ্ধতি : ক. অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন, খ. বাহ্য পুনর্গঠন, গ. শব্দের অবক্ষয় ও নতুন শব্দসৃষ্টি বিষয়ক পরিসংখ্যান, ঘ. উপভাষাগত ভূগোল।

◆ প্রত্ন-ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ধ্বনিতালিকা,

◆ প্রত্ন-ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় ধ্বনি পরিবর্তনের চারটি সূত্র : ক. গ্রীমের সূত্র, খ. গ্রাসম্যানের সূত্র, গ. ফেরনের সূত্র ঘ. কোলিৎসের সূত্র,

◆ অবর্গীভূত / অগোষ্ঠীভূত ভাষা। অস্বাভাবিক ভাষা : মিশ্রভাষা : পিজিন ও ক্রেওল। কৃত্রিম ভাষা : এসপেরান্তো ও অন্যান্য বিশ্বভাষা। সংকেত ভাষা (অপার্থ ভাষা), খণ্ডিত শব্দ, মুণ্ডমাল শব্দ, অপভাষা/ইতরভাষা।

৩. **ভারতের ভাষা পরিবার :** দ্রাবিড়, অস্ট্রিক, ভোটচিনা ও ভারতীয় আর্য ভাষা। দ্রাবিড় ভাষা সম্পর্কে আলোচনা, অস্ট্রিক ভাষা সম্পর্কে আলোচনা, ভোটচিনা ভাষাগোষ্ঠী সম্পর্কে আলোচনা।

◆ **ভারতীয় আর্যভাষা :** প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা, তার নিদর্শন ও ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। মধ্যভারতীয় আর্যভাষা, নিদর্শন ও ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, স্তরবিভাজন। নব্য ভারতীয় আর্যভাষা, নিদর্শন ও তার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য।

৪. **বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ :** বাংলাভাষার উদ্ভব সম্পর্কে বিভিন্ন জনের মতামত। ◆ বাংলা ভাষার উদ্ভব সংস্কৃত থেকে ? ◆ গৌড়ী প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভব? ◆ বাংলা ভাষা ও আদর্শ কথ্য প্রাকৃত। ঘ. বাংলা ভাষার উদ্ভব মাগধী অপভ্রংশ অবহট্‌ঠ থেকেই

◆ গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক ভাষাগুলির জন্ম-উৎস

৫. **বাংলা ভাষার যুগবিভাজন ও শ্রেণিবৈশিষ্ট্য :** প্রাচীন বাংলা: সূচনা, সময়সীমা নিদর্শন ও ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। মধ্য বাংলা : সূচনা, আদিমধ্য, অন্তমধ্য, আদি ও অন্ত মধ্যবাংলার সূচনা, সময়সীমা, নিদর্শন ও ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। আধুনিক বাংলা : সূচনা, সময়সীমা, নিদর্শন ও ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য।

৬. **লিপির উদ্ভব ও বিকাশ :** বাংলা লিপির উদ্ভব ও বিকাশ

৭. **লিপ্যন্তর ও রোমানীকরণ :** রোমানীকরণের সুবিধা, সরল ও সূক্ষ্ম রোমানীকরণ, বাংলা রোমানীকরণের উদ্ভব, বর্ণান্তর/প্রতিবর্ণীকরণ ও লিপ্যন্তর।

৮. **আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা। বাংলা ধ্বনি :** রোমক ও আন্তর্জাতিক ধ্বনিতে (IPA) রূপান্তর। আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক লিপি পদ্ধতি : সাধারণ ও সূক্ষ্ম লিপ্যন্তর।

৯. **ভাষা ও উপভাষা :** ভাষার সংজ্ঞা, উপভাষার সংজ্ঞা, বাংলা উপভাষার শ্রেণিভাগ: রাঢ়ি, বঙ্গালি, বরেন্দ্রি, ঝাড়খণ্ডি ও কামরূপি বা রাজবংশি। উপভাষাগুলির ভৌগোলিক অবস্থান, উপভাষার বিকল্প শ্রেণি, উপভাষাগুলির ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ও উদাহরণ। সামাজিক উপভাষা, বিভাষা, সংকেত ভাষা, ইতর ভাষা, খণ্ডিত শব্দ ও মুণ্ডমাল শব্দ।

১০. **বাংলা সাধু ও চলিত ভাষা :** সাধুভাষার সংজ্ঞা ও আলোচনা, বৈশিষ্ট্য, চলিত ভাষার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য, সাধুভাষা থেকে চলিত ভাষায় পরিবর্তনের রীতি, সাধুভাষার দৃষ্টান্ত, চলিত ভাষার দৃষ্টান্ত, কবিতায় সাধুভাষা, কবিতায় চলিত ভাষা, সাধুভাষা থেকে চলিত ভাষায় রূপান্তরের উদাহরণ, চলিত ভাষা থেকে সাধু ভাষায় রূপান্তর।

◆ একটি বিতর্কিত ছক বা রেখাচিত্র : বাংলা ভাষা।

১১. **শব্দার্থতত্ত্ব** : প্রাথমিক আলোচনা, সাধারণ অর্থ, নিদর্শন। শব্দার্থের তিনটি আবেদন : বাচ্যার্থ, লক্ষণার্থ, ব্যঞ্জনার্থ বা ব্যঙ্গার্থ। শব্দার্থতত্ত্বের ধারা : ঐতিহাসিক, শব্দভিত্তিক ও প্রয়োগমূলক শব্দার্থতত্ত্ব।

◆ ঐতিহাসিক শব্দার্থতত্ত্বের বিভাগ : শব্দের অর্থপরিবর্তন ও তার কারণ। শব্দার্থ পরিবর্তনের ধারা : অর্থবিস্তার, অর্থসংকোচ, অর্থসংক্রম, অর্থের উৎকর্ষ, অর্থের অপকর্ষ।

◆ শব্দভিত্তিক শব্দার্থতত্ত্বের বিভাগ : উপাদানমূলক শব্দার্থতত্ত্ব, সমার্থক শব্দ, বিপরীত শব্দ, ব্যাপকার্থকতা ও থিসরাস, দ্ব্যর্থকতা, সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ, অস্পষ্টতা,

◆ প্রয়োগমূলক শব্দার্থতত্ত্ব : তিনটি ভাগ : বিষয়মূলক তত্ত্ব, সত্যসাপেক্ষ তত্ত্ব, প্রয়োগতত্ত্ব।

১২. **চম্স্কির রূপান্তরধর্মী সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ/সঞ্জননী সংবর্তনী ব্যাকরণ, অধিগঠন ও অধোগঠন, সংবর্তনের চারটি স্তর** : স্থানান্তকরণ, পরিবর্তন, বিলোপন ও সংযোজন। যৌথ রূপান্তর, একক রূপান্তর, চম্স্কির 'Linguistic Universals' বা ভাষাগত বিশ্বজনীনতার তত্ত্ব।

১৩. **বাক্য সংকোচন বা এককথায় প্রকাশ** : সংজ্ঞা, পদ্ধতি ও উদাহরণ।

১৪. **পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রবর্তিত নতুন বানানবিধি** : লিপি বিষয়ক প্রস্তাব ও নির্দেশিকা, বানান বিষয়ক প্রস্তাব ও নির্দেশিকা, লিখনরীতি বিষয়ক প্রস্তাব ও নির্দেশিকা,

◆ বাংলা ক্রিয়াপদের মান্য বানানবিধি।

১৫. **মূর্ধন্য-'ণ' ও মূর্ধন্য-'ষ'-র প্রয়োগরীতি** (প্রথাগত ণত্ব, 'ষত্ব' বিধান)

◆ মূর্ধন্য-'ণ', দন্ত-ন-জনিত অর্থপার্থক্য, শ, ষ, স-জনিত অর্থ পার্থক্য।

১৬. **অশুদ্ধি সংশোধন** : শব্দের বানানে ও বাক্য গঠনে সাধারণ ভুল : শব্দগত ভুল, বাক্যগঠনগত ভুল : তাদের নানা উপশ্রেণি।

১৭. **ছেদ (যতি) বা বিশ্রাম চিহ্ন** : পূর্ণচ্ছেদ বা দাঁড়ি, কমা, কোলন, সেমিকোলন, প্রশ্নচিহ্ন, বিস্ময়চিহ্ন, দুই পূর্ণচ্ছেদ, ড্যাশ, কোলন-ড্যাশ, হাইফেন, ঊর্ধ্বকমা/লুপ্তচিহ্ন, বর্জন বা ডট বা ত্রিবিন্দুচিহ্ন, বিন্দুচিহ্ন, উদ্ধৃতিচিহ্ন, তারকাচিহ্ন, বিকল্প বা অবলিক চিহ্ন, বন্ধনী বা ব্রাকেট চিহ্ন, ধাতু চিহ্ন, পরবর্তী রূপচিহ্ন, পূর্ববর্তী রূপচিহ্ন / উৎপত্তি চিহ্ন, সমানচিহ্ন / তুলনা চিহ্ন, যোগচিহ্ন প্রভৃতি।

১৮. **লিঙ্গ/চিহ্ন (Gender)** : সংজ্ঞা ও প্রথাগত চারটি শ্রেণি : পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, উভয়লিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ, এদের নানা উদাহরণ,

◆ লিঙ্গ পরিবর্তন ও তার রীতি,

◆ বাংলা লিঙ্গের আধুনিক ধারণা : বিস্তারিত আলোচনা, দুটি লিঙ্গ : পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ, নামকরণের সমস্যা : নতুন নাম : পুরুষচিহ্ন ও নারীচিহ্ন।

১৯. **বচন** : একবচন ও বহুবচন, একবচন গঠনের নিয়ম ও উদাহরণ। বহুবচন গঠনের নিয়ম ও

উদাহরণ, একবচন থেকে বহুবচন গঠন প্রভৃতি।

২০. **পুরুষ/পক্ষ** : পুরুষ বা পক্ষের সংজ্ঞা, শ্রেণিভাগ : উত্তম পুরুষ/আমি-পক্ষ, মধ্যমপুরুষ/তুমি-পক্ষ, প্রথম পুরুষ/সে বা নাম-পক্ষ,

- পক্ষভেদে একবচন ও বহুবচন।
- 'পুরুষ' নামকরণটি নিয়ে কিছু কথা।

২১. **বাংলা বাগ্‌ধারা, বিশিষ্টার্থক শব্দ (একই শব্দের একাধিক অর্থে প্রয়োগ) ও প্রবাদ প্রবচন** : সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও বাক্যে প্রয়োগসহ বিচিত্র উদাহরণ।